৩৭।৬।২০০০

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ... ৬ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

ক্যাম্পাসে অপরাধ দমনে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ সকল প্রকার অপরাধ বন্ধ করার জন্য আগামী মাস হইতে প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে।

পূর্ব হইতেই ক্যাম্পাস নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি এজেন্সির ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা থাকিলেও বিগত কয়েক মাস যাবৎ এই এলাকায় ঘন ঘন ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের ঘটনায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফলে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাইভেট সিকিউরিটি অপরাধ দমনের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে ভারী যানবাহন চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করিবে। প্রাইভেট সিকিউরিটির জন্য প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

ক্যাম্পাস এলাকায় সার্বক্ষণিক গাড়ী লইয়া ৩টি পেট্রোল টিম দিবারাত্রি কর্তব্য পালন করিবে। আবাসিক হলগুলিসহ ক্যাম্পাসের সকল জায়গায় এজেন্সির সদস্যরা অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবে। এ সময় সদস্যদের নিকট ওয়ারলেস এবং ওয়াকীটকি থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রধান চেকপোষ্টগুলিসহ প্রতিটি চেকপোষ্টে ২ জন করিয়া ২ শিফটে সার্বক্ষণিকভাবে তাহারা ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করিবে।

রাজধানীর বারিধারার একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বৎসরের জন্য প্রাথমিক চুক্তি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই সংস্থার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষীসহ পুলিশ থাকিবে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এজেন্সী পুলিশের সহায়তা নিবে।

গত ২০ বৎসরে ক্যাম্পাস এলাকায় দুই শতাধিক ছিনতাই ও এই সময়ে ৩ ছিনতাইকারী খুন হয়। ছিনতাই করার সময় ২০ জন ছিনতাইকারী গণধোলাইয়ের শিকার হইয়াছে। গত বৎসরের ১১ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পশ্চিম পার্শ্বে ছিনতাইকারীদের হাতে এলজিইডি সচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথ খুন হন।

ক্যাম্পাসে প্রাইভেট সিকিউরিটির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, শুধু পুলিশের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাইভেট সিকিউরিটির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হইবে।